প্রথম আলো
সোমবার, ১২ জুন ২০২৩, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

মাটির টানে

কুষ্টিয়ার ঐশ্বর্য কৃষি

জেলায় আগে শুধু ধান-গম বেশি আবাদ করা হতো। এখন এসব প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি সবজি, শর্ষে ও ডাল আবাদ করা হচ্ছে।

তৌহিদী হাসান, *কুষ্টিয়া*

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই গানেরই প্রতিচ্ছবি যেন কুষ্টিয়া জেলা। শুধু ধান, গম নয়, সবজিসহ নানা কৃষি উৎপাদনে অনেক এগিয়ে এই জেলা। জেলার চাহিদা মিটিয়ে খাদ্যশস্যও উদ্বৃত্ত থাকে এ জেলায়। কৃষিতে বহুমুখীকরণ, কৃষকদের পরিশ্রম এবং কৃষি বিভাগের আন্তরিকভাবে কাজ করার কারণেই জেলার কৃষি খাতে এই অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। কৃষির হাত ধরে এ জেলার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের জীবনে এসেছে সমৃদ্ধি। এখানে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। কর্মসংস্থান হয়েছে লাখ লাখ মানুষের।

কৃষিবিশেষজ্ঞরা জানান, নানা কৃষিপণ্যের উৎপাদন একদিকে যেমন জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুষ্টিয়ার কৃষি বড় ধরনের অবদান রেখে আসছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২

শস্য বহুমুখীকরণ

নানা কারণে জেলায় প্রতিবছর আবাদি কয়েক শ হেক্টর আবাদি জমি কমছে। কিন্তু ধানের ফলন কমছে না। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ, কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উচ্চফলনশীল জাতের ধান আবাদ করায় উৎপাদন বেড়েছে।

খাদ্যশস্য	অর্থবছর	পরিমাণ
ধান	২০২২-২৩	৫ লাখ ৬৪ হাজার ৮৪ টন
	২০২১-২২	৫ লাখ ৪০ হাজার ৬৬৯ টন
	২০১৯-২০	৫ লাখ ১০ হাজার ৫২৩ টন
সবজি	২০২২-২৩	৪ লাখ ৬২ হাজার ১৭৬ টন
	২০২১-২২	৩ লাখ ৯৬ হাজার ৭৪৭ টন
	২০১৯-২০	৩ লাখ ৩১ হাজার ৬৬৯ টন

লেজার পাইলস্-ফিস্টুলা সেন্টার
মলদ্বারে পাইলস্, ফিস্টুলা, ফিশার ও ফোঁড়ায় লেজার অপারেশনের সুবিধা সমূহঃ
১। মলদ্বার কাটা হয়না- তাই গর্ত হয়না
২। গামলার গরম পানিতে বসতে হয়না
৩। গর্তে গজ ঢুকিয়ে ড্রেসিং করতে হয়না
৪। রক্তক্ষরণ ও ব্যথা খুবই সামান্য
৫। মল ধরে রাখতে সমস্যা হয়না
৬। দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়
অন্যান্য অপারেশনঃ
* অল্প বয়সে পিত্তপাথর হলে পিত্তথলি রেখে পাথর অপারেশন
* প্যানক্রিয়াসে পাথর, টিউমার ও ক্যান্সার অপারেশন
* পাকস্থলী, বৃহদন্ত্র ও রেক্টামে ক্যান্সার অপারেশন
ডাঃ জওহর লাল সিংহ
MBBS. MS. FRCS. FACS. FASCRS
Colorectal Fellow (USA)
সহযোগী অধ্যাপক (গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টিনাল সার্জারী)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
পরিপাকতন্ত্র, বৃহদন্ত্র ও মলদ্বার রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
লেজার, লংগো, ল্যাপারস্কপিক ও এন্ডোস্কপিক সার্জন
ঢাকা সেন্টার (ইউনিট-১)
প্লাটিনাম হাসপাতাল
খুলনা সেন্টার (ইউনিট-২) : বৃহস্পতি ও শুক্রবার।
খুলনা গ্যাস্ট্রো-লিভার এন্ড কোলন-রেক্টাম রিসার্চ সেন্টার

কুষ্টিয়ার ঐশ্বর্য কৃষি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, জেলার কৃষকেরা কৃষিকাজে ব্যাপক এগিয়ে। এমনকি জেলার সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীরা তাঁদের পেশার পাশাপাশি জমিতে আবাদ রেখে থাকেন। এতেও ধান আবাদের পাশাপাশি ডাল, শর্ষে, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ নানা ধরনের সবজি চাষে এ জেলা এগিয়ে যাচ্ছে। এতে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি শস্য বহুমুখীকরণও হচ্ছে।

কুমারখালীর নগরকয়া গ্রামের বাসিন্দা ও চৌরঙ্গী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সোহেল রানা বলেন, প্রায় ১৬ বছর ধরে তিনি আবাদ করেন। চাকরির পাশাপাশি নিজ জমিতে আবাদ করেন। প্রতিবছর প্রায় ১২ বিঘা জমিতে পেঁয়াজের চাষ করেন। পাঁচ বছর আগেও তিনি প্রতি বিঘায় ৪০-৫০ মণ পেঁয়াজের ফলন পেতেন। কিন্তু সম্প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত বীজের কারণে ফলন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এ বছর তিনি প্রতি বিঘায় ৭৫ থেকে ৮০ মণ ফলন পেয়েছেন। এ বছর তাঁর জমিতে ৮৫০ থেকে ৯০০ মণ পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছিল। বর্তমানে তাঁর এখনো প্রায় ৪০০ মণ পেঁয়াজ মজুত রয়েছে। পেঁয়াজ ছাড়াও ধান, পাট চাষ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয় সূত্র জানায়, চলতি ২০২২-২৩ মৌসুমে জেলায় মোট আবাদি জমির পরিমাণ ১ লাখ ১৬ হাজার ৩৮৬ হেক্টর। এ বছরে (তিন মৌসুম মিলে) ১ লাখ ৪৩ হাজার ৬৮৬ হেক্টর জমিতে ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৮৪ টন ধান উৎপাদন হয়েছে। ২০২১-২২ মৌসুমে ১ লাখ ৫২ হাজার ১৪৫ হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদিত হয়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৬৬৯ টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ লাখ ১০ হাজার ৫২৩ টন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ লাখ ৯১ হাজার ৫৬ টন ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ধান উৎপাদিত হয়েছিল ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৫০৪ টন। প্রতিবছরেই কৃষকেরা গড়ে দেড় লাখ টন ধান ও গম জেলার মানুষের চাহিদা পূরণ করে বিক্রি করেছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, পুকুর খননসহ নানা কারণে জেলা প্রতিবছর আবাদি কয়েক শ হেক্টর আবাদি জমি কমছে। কিন্তু ধানের ফলন কমছে না। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ, কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উচ্চফলনশীল জাতের ধান আবাদ করায় উৎপাদন বেড়েছে।

জেলার দৌলতপুর উপজেলার দাইড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও দৌলতপুর কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক জেনারুল ইসলাম বলেন, তিনি প্রায় ১২ বিঘা জমিতে ধান, পাট, গমসহ সবজি আবাদ করেন। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে এসব আবাদ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি করে আয় করেন।

জেনারুল ইসলামের মতো কলেজের অন্যান্য শিক্ষকসহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা কৃষিকাজ করে থাকেন বলে তিনি জানান। কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, তাঁর পাঁচ বিঘা জমি আছে। সেখানে তিনি ধান, গম, পাট, পেঁয়াজ, ভুট্টা, পটোল, ঝিঙে, পুঁইশাক ইত্যাদি চাষাবাদ করে থাকেন।

নিজের সবজিখেতে কাজ করছেন এক কৃষক। সম্প্রতি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গজনবীপুর গ্রামের মাঠে। ছবি : প্রথম আলো

শস্যবহুমুখীকরণের আওতায় জেলায় সবজি আবাদও গত পাঁচ বছরে বেড়েছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২ হাজার ৮৭ হেক্টর জমিতে সবজি আবাদ করে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৪৯০ টন সবজি হয়েছিল, যা চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮ হাজার ৫৬৬ হেক্টর জমিতে আবাদ করে ৪ লাখ ৬২ হাজার ১৭৬ টন সবজি হয়েছে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে সবজি আবাদ ৬ হাজারের একটু বেশি হেক্টর জমিতে আবাদ করে দ্বিগুণ পরিমাণ ফলন হয়েছে। গত পাঁচ বছরে জেলার মানুষের সবজির চাহিদা পূরণ করে প্রায় পৌনে দুই লাখ টন সবজি বিক্রি করেছেন কৃষকেরা।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গজনবীপুর এলাকায় বিশাল মাঠে গিয়ে দেখা যায়, মাঠজুড়ে সবজি। গ্রীষ্মকালেও প্রায় সব ধরনের সবজি এই মাঠে আবাদ করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকিতে সেখানে সবজি আবাদ হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিষমুক্ত আবাদে কৃষকেরা মাঠে কাজ করছেন।

গজনবীপুর গ্রামের কৃষক আনোয়ার হোসেন বলেন, এই মাঠে সবজি আবাদ বেশি হয়। ১২ মাস ধরে এই মাঠসহ আশপাশের মাঠে বিভিন্ন ধরনের যেমন বরবটি, টমেটো, উচ্ছে, ঝিঙে চাষ হয়ে থাকে। তাতে লাভও ভালো হয়।

কৃষক আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, সব সময়ই তিনি সবজি আবাদ করেছেন। টমেটো আবাদ করেছিলেন। ভালো দাম পেয়েছিলেন। বর্তমানে বরবটিসহ উচ্ছে, ঝিঙে লাগিয়েছেন। সবজির মধ্যে ধান চাষও করেন। আগের তুলনায় কৃষি সহযোগিতা ভালো পাচ্ছেন, তাতে ফলনও ভালো হচ্ছে।

জেলার দৌলতপুর উপজেলার কৃষক রবিউল ইসলাম। সবজি চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। খাস মথুরাপুরে তাঁর বাড়ি। ২০০৩ সালে সবজি চাষ শুরু করেছিলেন। ২০ বছরে পরিকল্পিতভাবে সবজি চাষ করে কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। বর্তমানে প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে তিনি ফুলকপি চাষ করেন। রবিউল ইসলাম বলেন, 'বছরের ৩৬৫ দিনই আমার কাছে ফুলকপি চাষ হয়। নিজস্বভাবে চারা তৈরি করেন। প্রতিবছর ফুলকপি ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠান। এতে প্রায় কোটি টাকা আয় করেন।'

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, শীতকালীন ছাড়া গ্রীষ্মকালেও ফুলকপি আবাদ হচ্ছে। রবিউল ইসলাম সবচেয়ে সবজি চাষি। তাঁকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হয়। তাঁর কাজ দেখে এলাকার অন্য কৃষকও উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

কয়েক বছর ধরে জেলায় ব্যাপক হারে পেঁয়াজও আবাদ হচ্ছে। চলতি মৌসুমে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৩১ টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে, যা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ৬২০ টন। জেলায় সবচেয়ে বেশি আবাদ হয় কুমারখালী উপজেলায়। সেখানে চাষিদের আবাদ দেখে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য সরকার থেকে মাচা তৈরিসহ ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। যাতে দীর্ঘ সময় ধরে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে পারেন কৃষকেরা।

ভোজ্যতেলের জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য জেলায় এ বছর প্রচুর পরিমাণে শর্ষে আবাদ হয়েছে। এই বছর প্রায় সাড়ে ১৭ টন শর্ষে উৎপাদিত হয়েছে। পাঁচ বছর আগে ছিল মাত্র প্রায় সাত টন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক হায়াত মাহমুদ বলেন, জেলায় আবাদি জমির পরিমাণ অনেক। এমনকি চরাঞ্চলেও আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি প্রণোদনা বাড়ানো গেলে আবাদ ও ফলন আরও বাড়ানো সম্ভব। জেলায় কয়েক বছর ধরে সব ধরনের আবাদে খাদ্যশস্যসহ সবজির ব্যাপক আবাদ হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে কৃষকদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

দৈনিক প্রথম আলো র পথ চলার ২৫ বছরে সংবাদ পরিবেশনে নিরপেক্ষতা সততা ও বস্তনিষ্ঠতাই অর্জন করেছে সীমাহীন জনপ্রিয়তা।
পত্রিকাটির সাংবাদিক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

অঞ্জন চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
সনাতন সমবায় সমিতি
নিউ বেজপাড়া,যশোর

CamScanner